পাহাড়ে বিপর্যয়

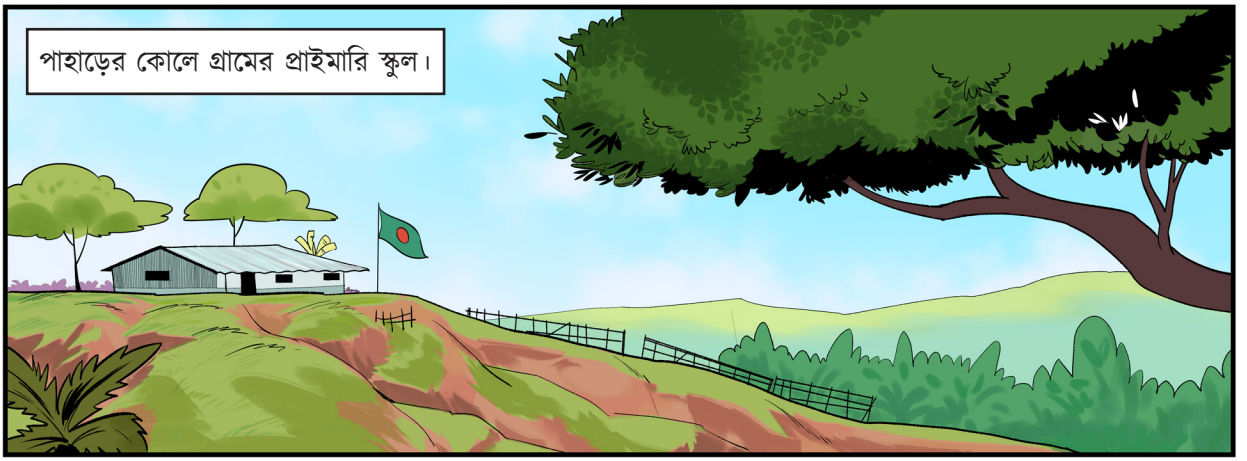
পাহাড়ের কোলে গ্রামের প্রাইমারি স্কুল।

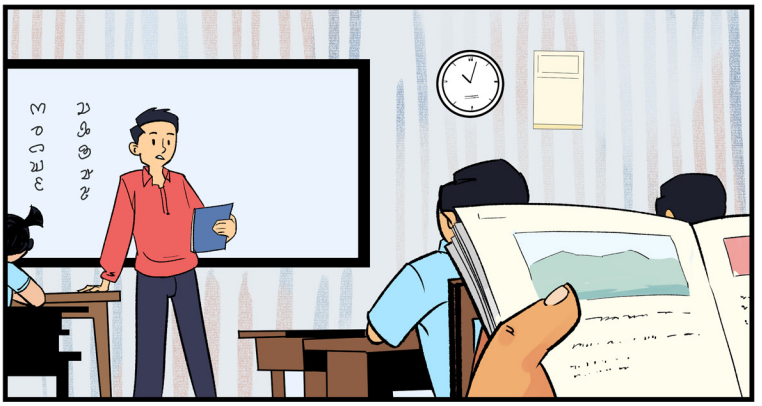

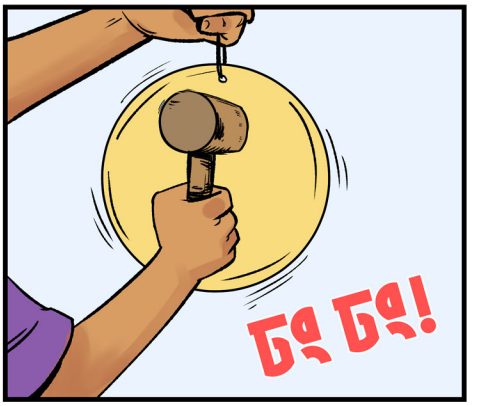
ঢং ঢং!

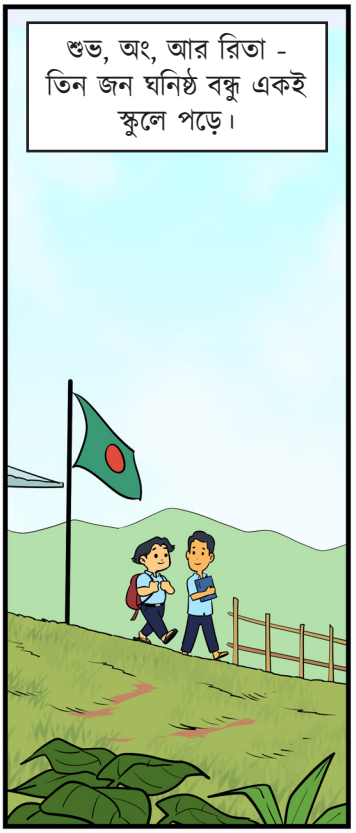
শুভ, অং, আর রিতা - তিন জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু একই স্কুলে পড়ে।

এই প্রাচীন গাছটি শুধু তাদের বন্ধুই নয়, তাদের গ্রামের জন্য আশীর্বাদও।
কিন্তু, সম্প্রতি তারা খেয়াল করে গাছের ডাল শুকিয়ে যাচ্ছে- পাতা ঝরছে!

গ্রামের মুরুব্বিদের আলোচনা থেকে ওরা জানতে পারে গ্রামের শতবর্ষী বৃক্ষটি কেটে ফেলা হবে।
হুজুর, এই গাছ কেটে ফেলা কি ঠিক হবে?

এই গাছ আমাদের গ্রামের জন্য কল্যাণকর!

খে খে খে!
ওইসব কল্যাণ-টল্যাণ বুঝি না, বুঝলা!

যদি গ্রামের উন্নতি চাও!
তাহলে আমার কথামতো গাছটা কেটে ফেলো।

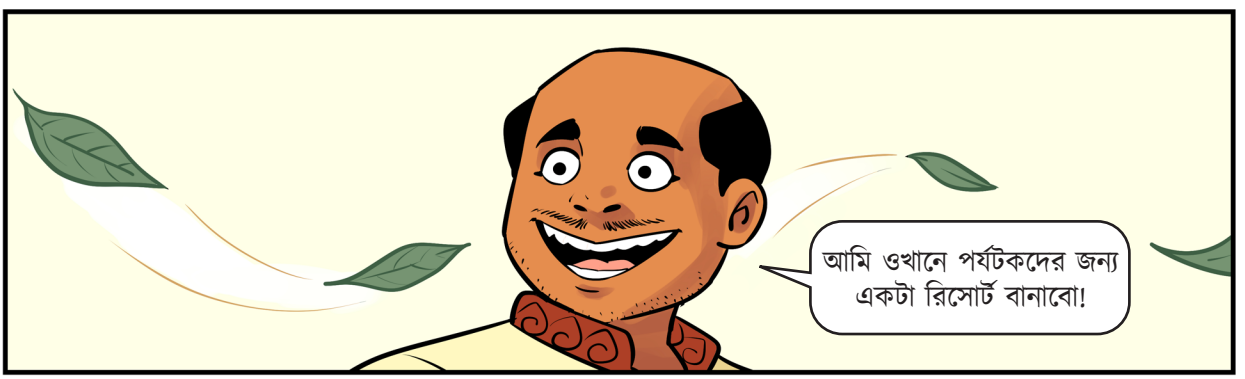
আমি ওখানে পর্যটকদের জন্য একটা রিসোর্ট বানাবো!

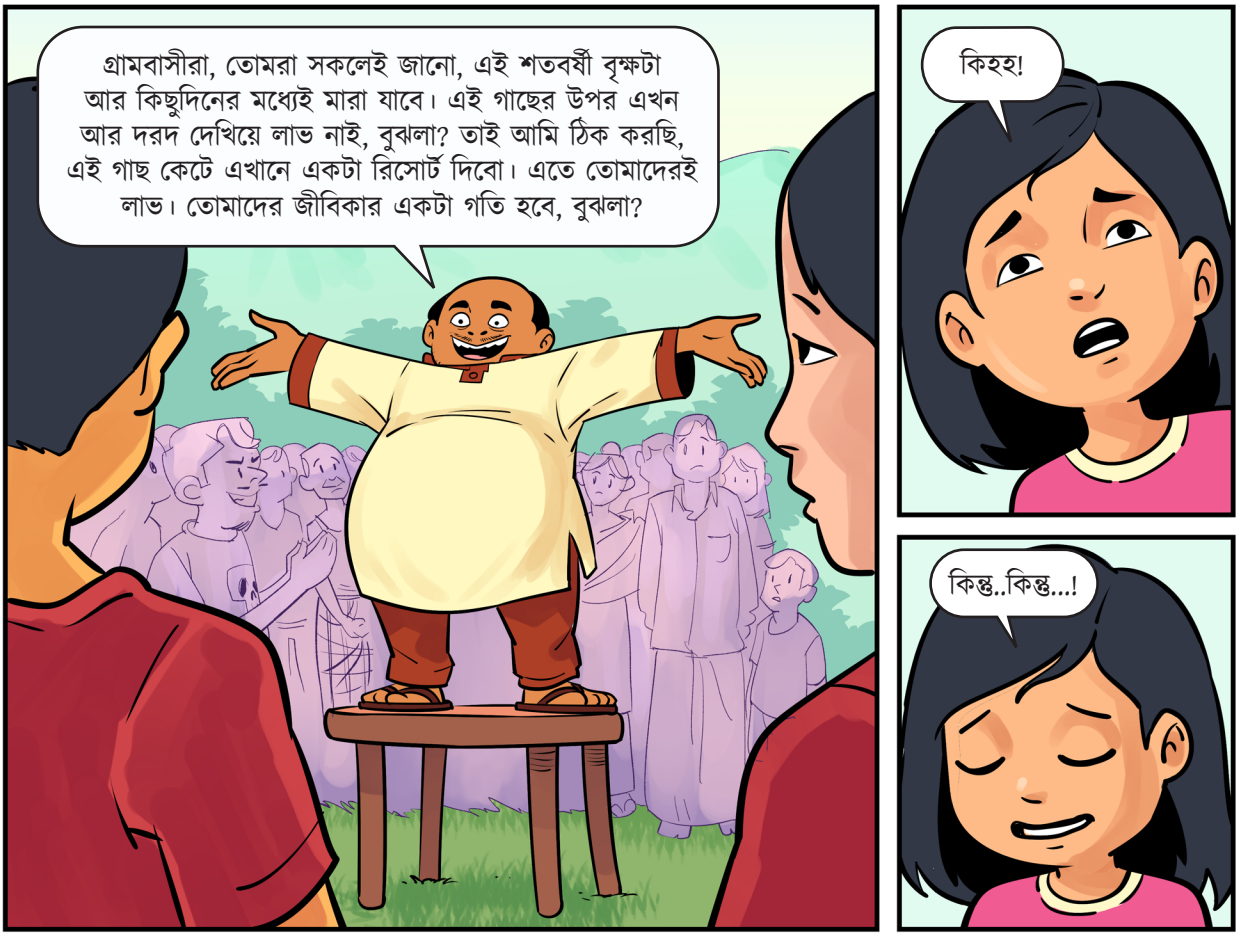
গ্রামবাসীরা, তোমরা সকলেই জানো, এই শতবর্ষী বৃক্ষটা আর কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবে। এই গাছের উপর এখন আর দরদ দেখিয়ে লাভ নাই, বুঝলা? তাই আমি ঠিক করছি, এই গাছ কেটে এখানে একটা রিসোর্ট দিবো। এতে তোমাদেরই লাভ। তোমাদের জীবিকার একটা গতি হবে, বুঝলা?
কিহহ!
কিন্তু..কিন্তু...!

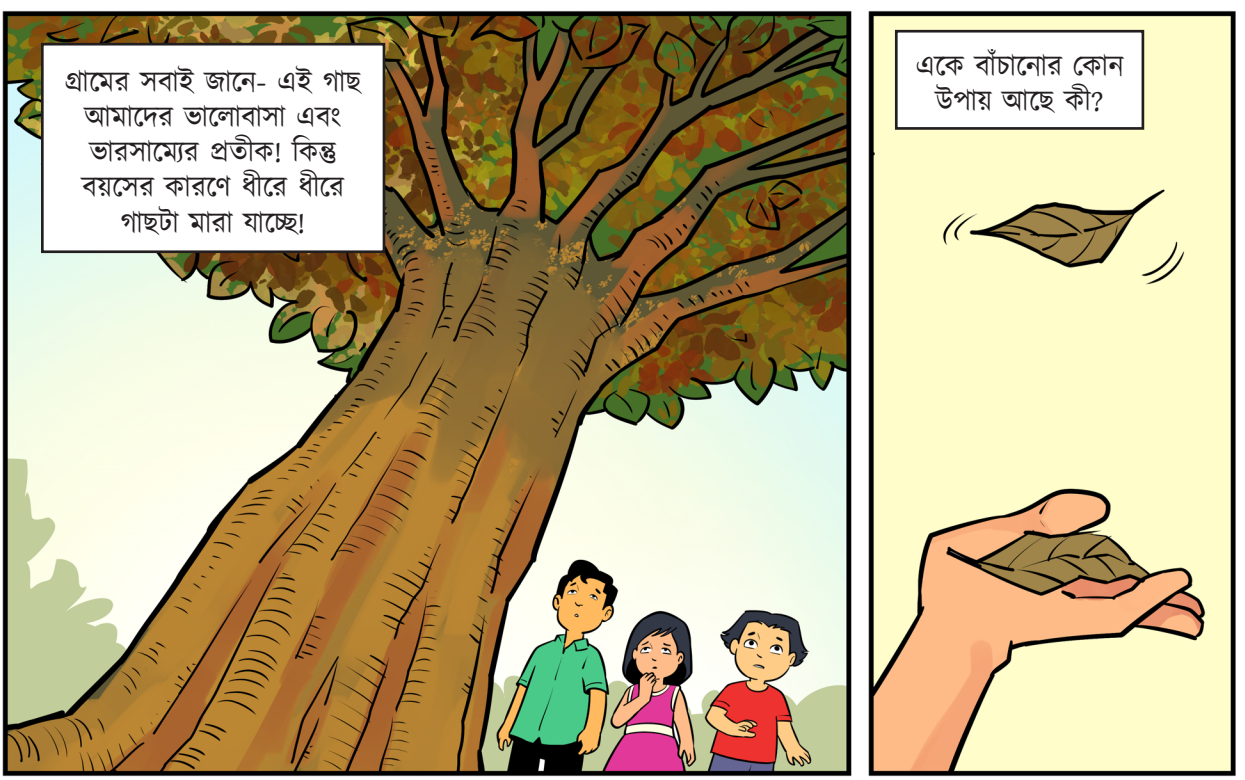
গ্রামের সবাই জানে- এই গাছ আমাদের ভালোবাসা এবং ভারসাম্যের প্রতীক! কিন্তু বয়সের কারণে ধীরে ধীরে গাছটা মারা যাচ্ছে!
একে বাঁচানোর কোন উপায় আছে কী?

আমাদের গ্রামেই একজন ভিক্ষু আছেন। আমার মনে হয় উনি আমাদেরকে উপায় বলে দিতে পারবেন।
ঠিক! চল সেখানে যাই। আমরা এই গাছকে বাঁচিয়ে রাখবো যে করেই হোক।

পরের দিন-

তিন বন্ধু গ্রামের সেই ভিক্ষুর সাথে দেখা করতে যাত্রা শুরু করল।

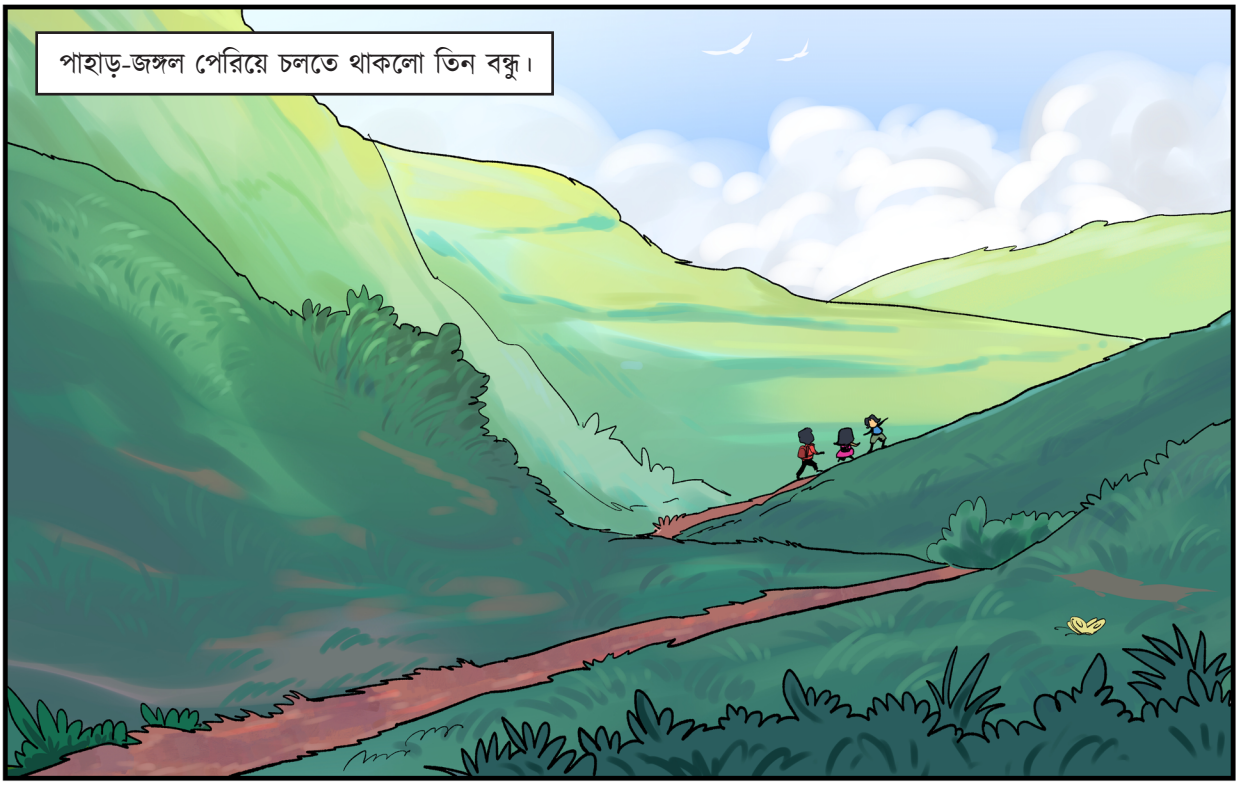
পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে চলতে থাকলো তিন বন্ধু।

অবশেষে তারা পৌঁছে গেল। আর ভিক্ষুকে সব খুলে বলল-
ভান্তে, আপনিই বলুন আমরা কী করতে পারি?

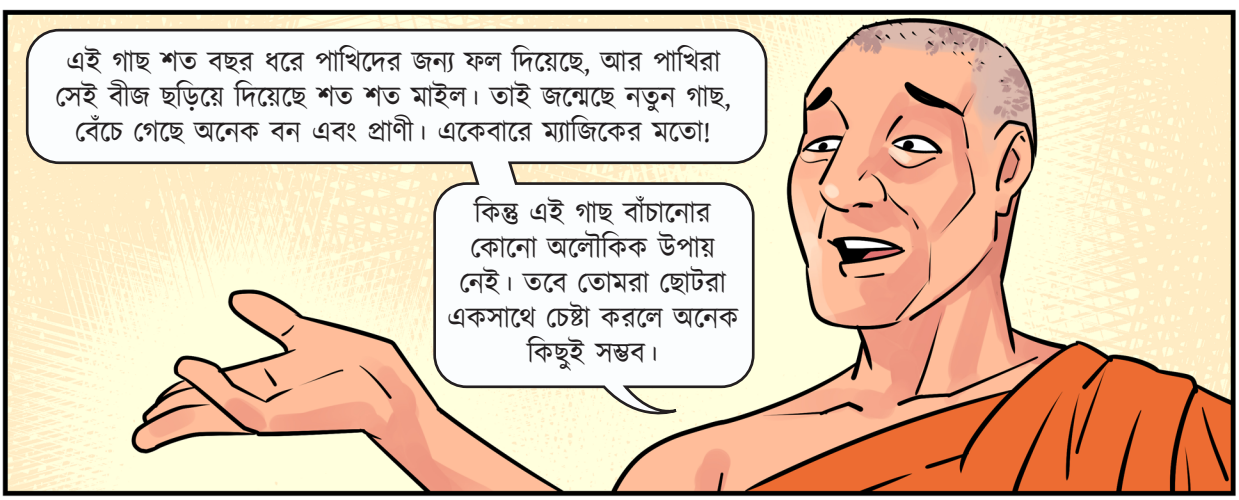
এই গাছ শত বছর ধরে পাখিদের জন্য ফল দিয়েছে, আর পাখিরা সেই বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে শত শত মাইল। তাই জন্মেছে নতুন গাছ, বেঁচে গেছে অনেক বন এবং প্রাণী। একেবারে ম্যাজিকের মতো!
কিন্তু এই গাছ বাঁচানোর কোনো অলৌকিক উপায় নেই। তবে তোমরা ছোটরা একসাথে চেষ্টা করলে অনেক কিছুই সম্ভব।

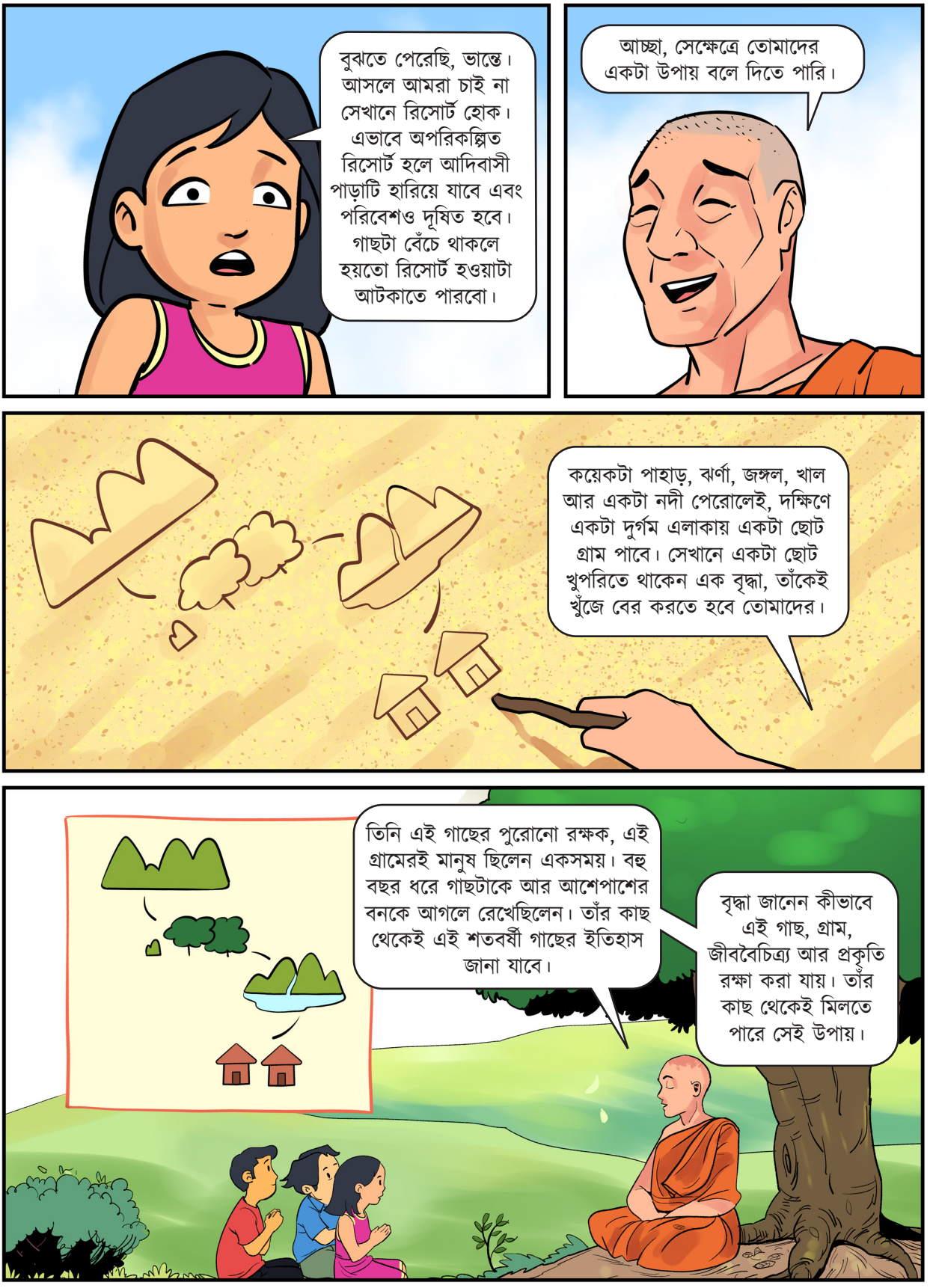
বুঝতে পেরেছি, ভান্তে। আসলে আমরা চাই না সেখানে রিসোর্ট হোক। এভাবে অপরিকল্পিত রিসোর্ট হলে আদিবাসী পাড়াটি হারিয়ে যাবে এবং পরিবেশও দূষিত হবে। গাছটা বেঁচে থাকলে হয়তো রিসোর্ট হওয়াটা আটকাতে পারবো।
আচ্ছা, সেক্ষেত্রে তোমাদের একটা উপায় বলে দিতে পারি।
কয়েকটা পাহাড়, ঝর্ণা, জঙ্গল, খাল আর একটা নদী পেরোলেই, দক্ষিণে একটা দুর্গম এলাকায় একটা ছোট গ্রাম পাবে। সেখানে একটা ছোট খুপরিতে থাকেন এক বৃদ্ধা, তাঁকেই খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের।
তিনি এই গাছের পুরোনো রক্ষক, এই গ্রামেরই মানুষ ছিলেন একসময়। বহু বছর ধরে গাছটাকে আর আশেপাশের বনকে আগলে রেখেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই এই শতবর্ষী গাছের ইতিহাস জানা যাবে।
বৃদ্ধা জানেন কীভাবে এই গাছ, গ্রাম, জীববৈচিত্র্য আর প্রকৃতি রক্ষা করা যায়। তাঁর কাছ থেকেই মিলতে পারে সেই উপায়।

তিন বন্ধু তাদের যাত্রা শুরু করল-
তিন বন্ধু পাহাড় ডিঙিয়ে খুঁজতে লাগলো সে গ্রাম।

যাত্রাপথে তারা দেখতে পায়, কীভাবে ইটের ভাটা বাতাস দূষিত করছে।

মানুষ অবৈধভাবে গাছ কেটে বন উজাড় করছে।

পাহাড় কেটে ফেলছে।

আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে, পাহাড় কেটে এবং প্রকৃতি ধ্বংস করে অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন গড়ে তুলছে।

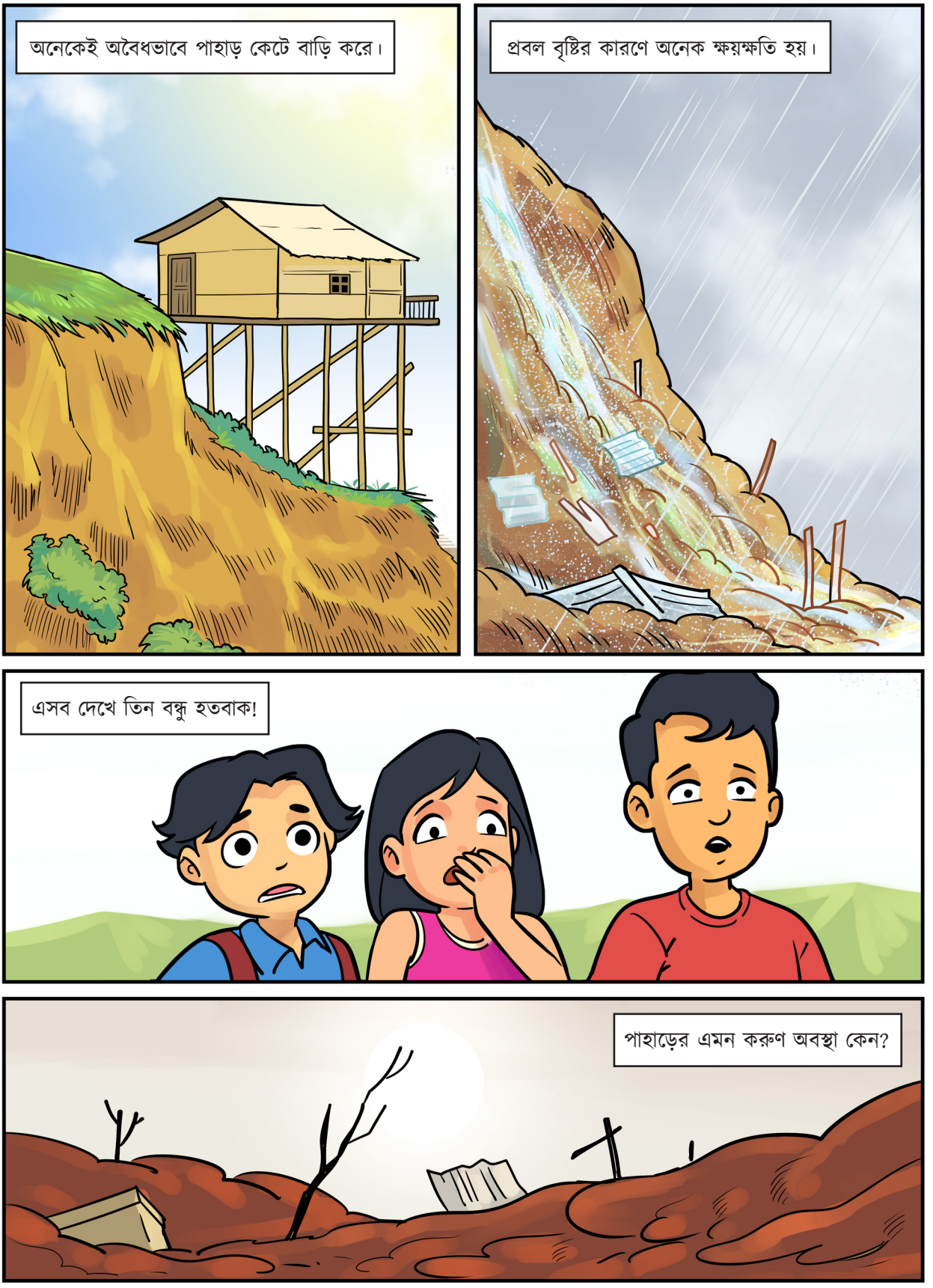
অনেকেই অবৈধভাবে পাহাড় কেটে বাড়ি করে।
প্রবল বৃষ্টির কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।
এসব দেখে তিন বন্ধু হতবাক!
পাহাড়ের এমন করুণ অবস্থা কেন?

একি! আপনারা এখানে আগুন নিয়ে কী করছেন?
আমরা এখানে জুম চাষ করবো। তাই পাহাড়ে আগুন দিচ্ছি।
স্যাসসস!!
অপরিকল্পিত জুম চাষের ফলে, যেমন নিয়মিত স্থানান্তরিত না করে একই স্থানে বারবার চাষ করার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে এবং ভূমির অবক্ষয় ঘটছে। এছাড়া, নির্বিচারে আগুন দেওয়ার কারণেও বনভূমি, জীববৈচিত্র্য ও সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে।
তাদের চোখের সামনেই দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলতে লাগলো পাহাড়!

শুকনো মৌসুম ও বর্ষাকালে পাথর উত্তোলনের প্রভাব রয়েছে।

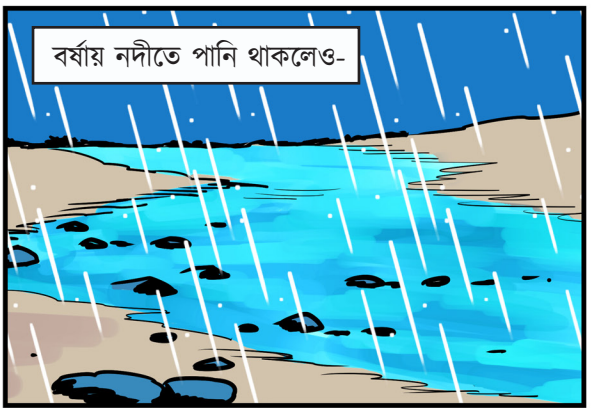
বর্ষায় নদীতে পানি থাকলেও-

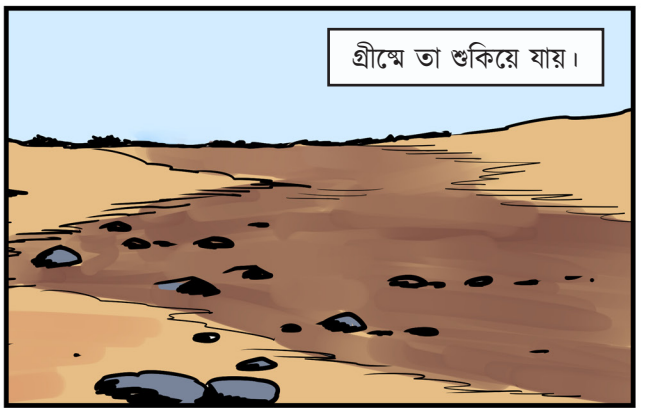
গ্রীষ্মে তা শুকিয়ে যায়।

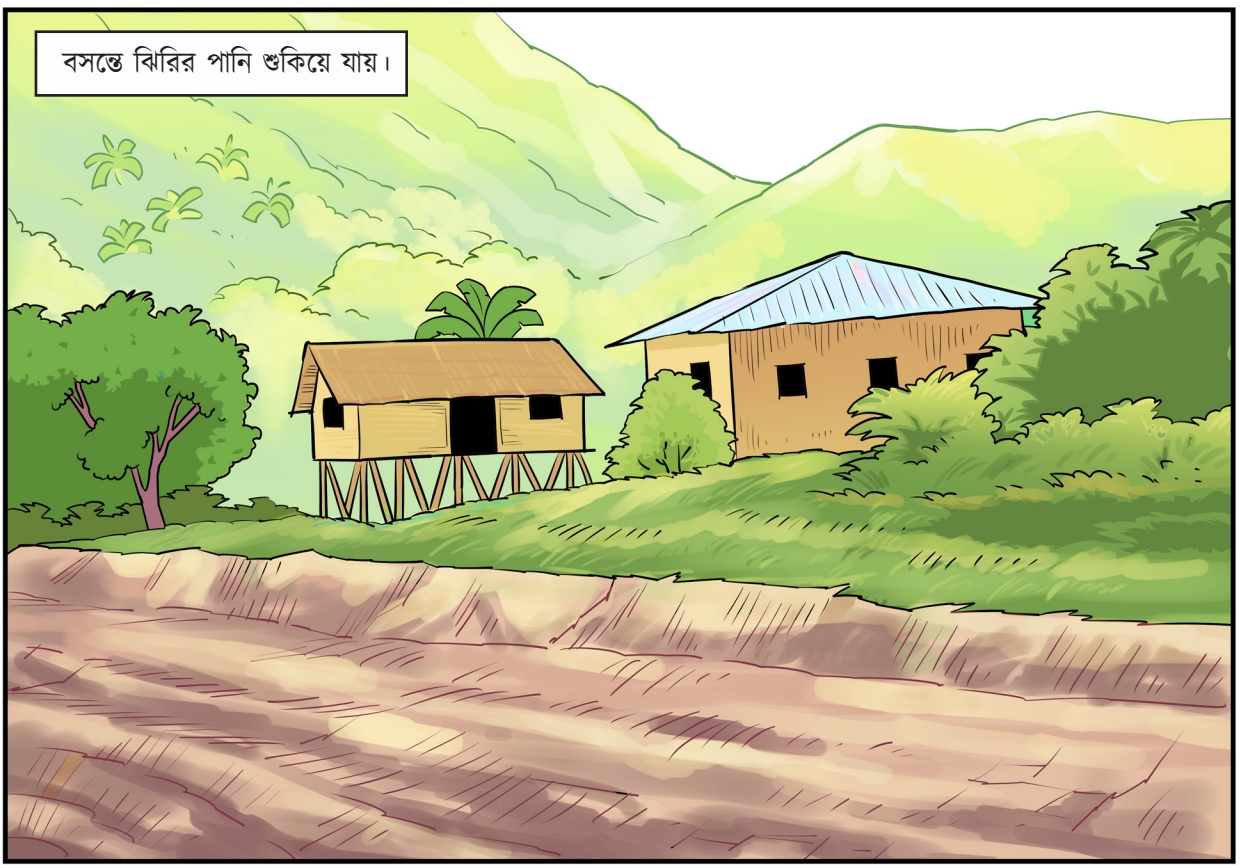
বসন্তে ঝিরির পানি শুকিয়ে যায়।

ঝিরির পানি শুকিয়ে যাওয়ায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে।
একসময় যে পানি দিয়ে তারা চাষ করত, রান্না করত, জীবিকা নির্বাহ করত- এখন সেই পানির অভাবে তারা বাধ্য হচ্ছে বসতি পরিবর্তন করতে।
পাহাড়ের জীবনের প্রাচীন ছন্দ ভেঙে যাচ্ছে এক অদৃশ্য সংকটে।

এদিকে পাহাড়ি ও বাঙালি সেটেলারদের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ ক্রমেই বাড়ছে। অনেক জায়গায় সেটেলাররা জোর করে পাহাড়িদের জমি দখল করে নিচ্ছে।

আদিবাসী পরিবারগুলো পাহাড় ছেড়ে অন্য পাড়ায় চলে যাওয়া শুরু করল।

পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, সেটেলারদের জমি দখলের আগ্রাসন, আর পানি সংকটের কারণে অনেক আদিবাসী পরিবার এখন পাহাড় ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন।

রিতা, শুভ, আর অং এসব দেখে ভাবতে থাকে কী করা যায়।

এ নিয়ে আমাদের কিছু একটা করা দরকার, তাই না?

ঠিক বলেছ, তবে আমাদের আগে ঐ বৃদ্ধার কাছে যাওয়া উচিত।

বন-পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ওরা
চলতে লাগলো সেই গ্রামের খোঁজে।

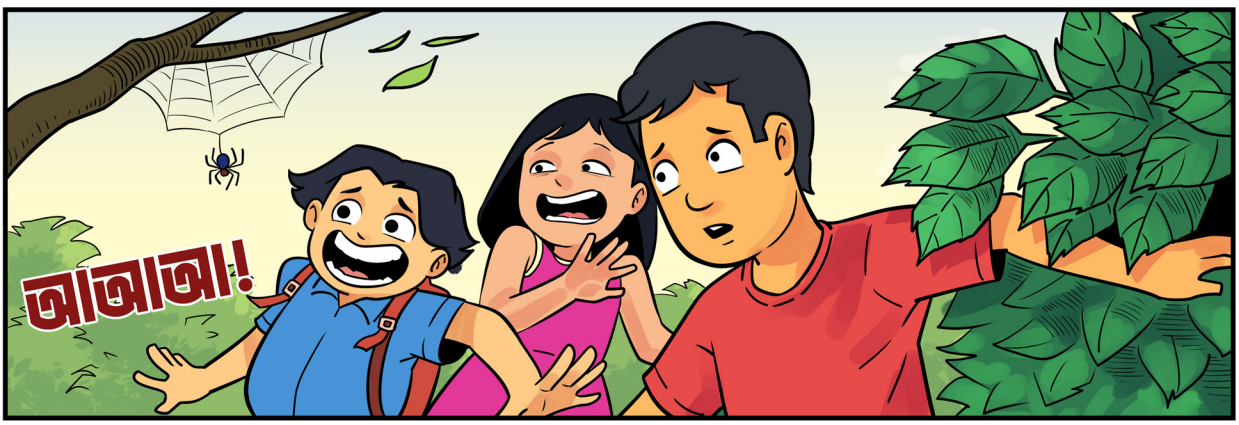
আআআ!

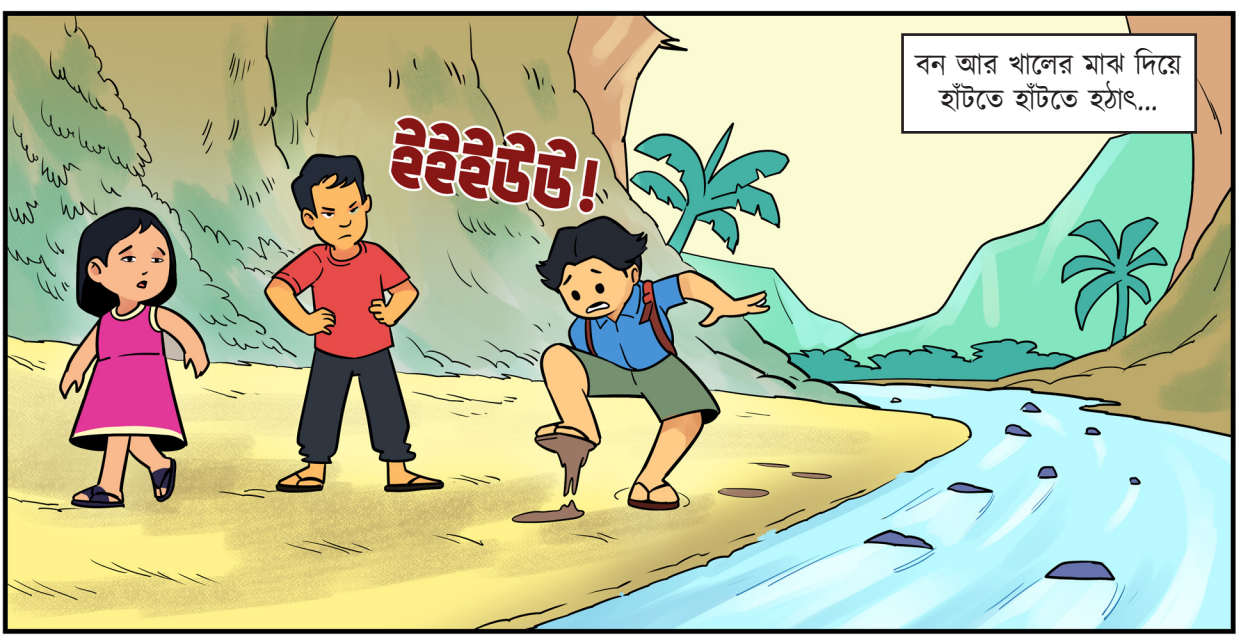
বন আর খালের মাঝ দিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ...
ইইইইউউ!

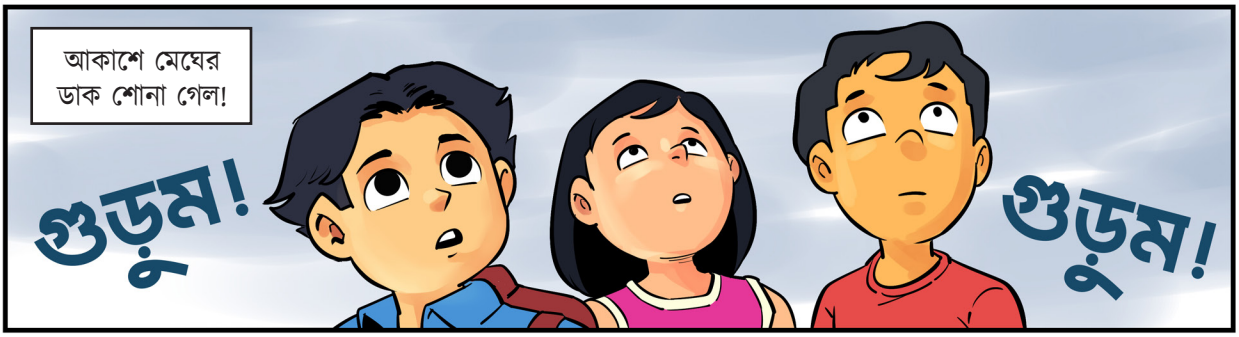
আকাশে মেঘের
ডাক শোনা গেল!
গুড়ুম!
গুড়ুম!

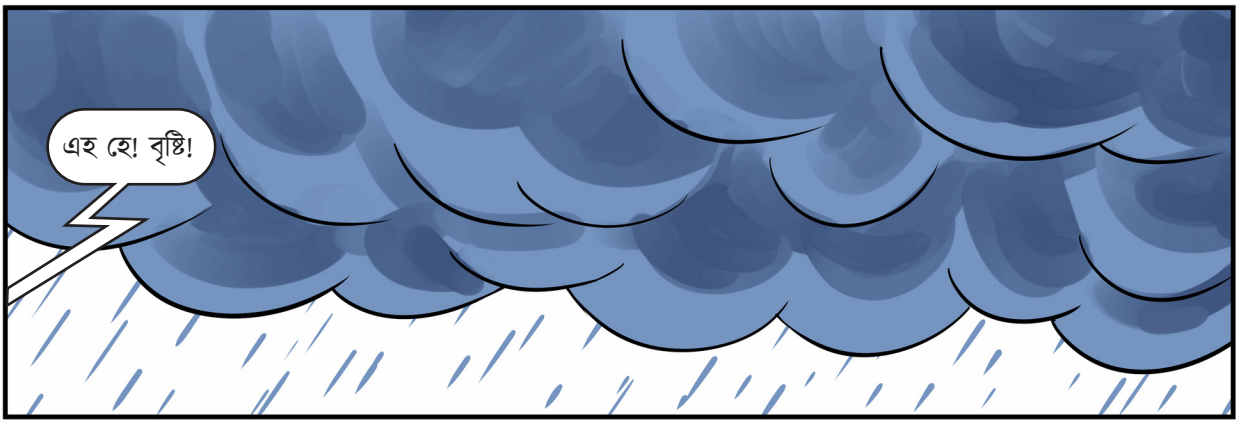
এহ হে! বৃষ্টি!

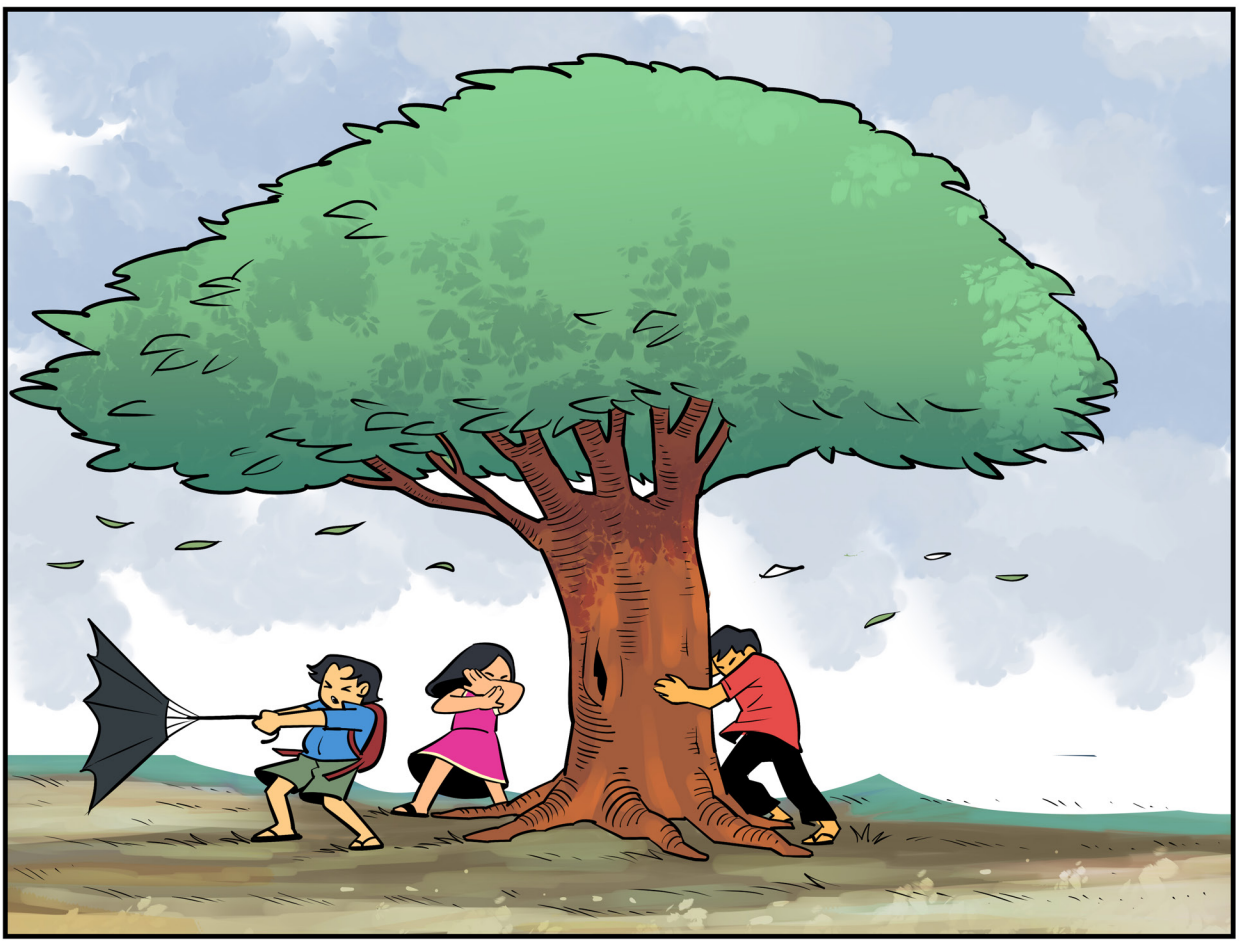

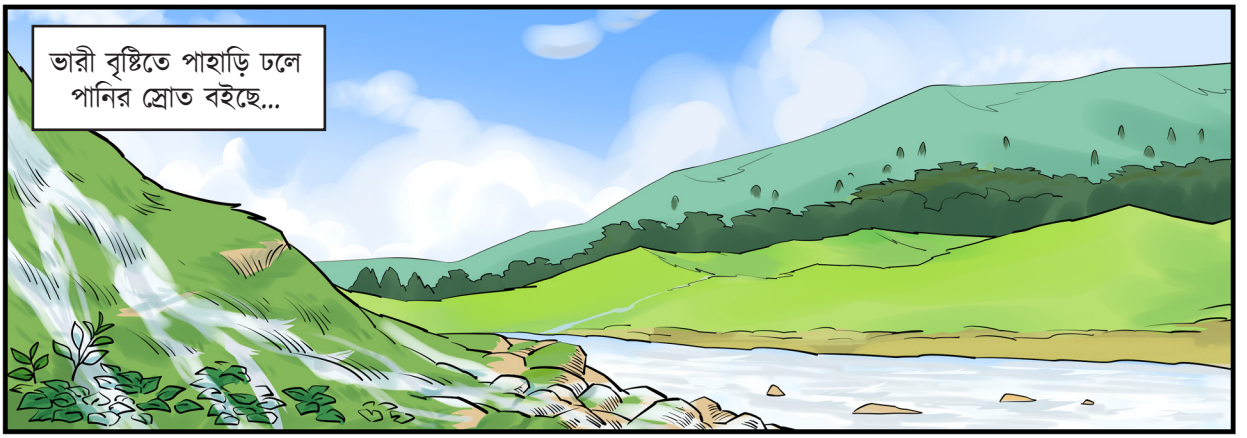
ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢলে
পানির স্রোত বইছে...

মেঘ কেটে সূর্যের
দেখা মিলল।

তিন বন্ধু তাদের গন্তব্যে পৌঁছালো।

গ্রামের এক কৃষাণী গল্প শোনাচ্ছেন
আর শিশুরা তাঁকে ঘিরে আছে।
আজ তোমাদের একটি
গ্রামের গল্প শোনাবো...

গ্রামটা খুবই সুন্দর ছিল। সকালের বাতাসে ছিল শান্তি, পাখির ডাকেই ঘুম ভাঙত। গাছগুলো ফল-ফুলে ভরা, চারদিকে সবুজে মোড়া ছিল।
নদী, মাঠ, পুকুর সব কিছুই ছিল জীবনের মতো স্বচ্ছ আর আপন। সেই গ্রাম শুধু থাকার জায়গা ছিল না, ছিল প্রকৃতির কোলে বেঁচে থাকার এক অপার আনন্দ।
তারা তিনজন বুঝতে পারল, ইনিই সেই বৃদ্ধা।
আসর শেষে তারা কৃষাণীর কাছে ছুটে যায় ...
দিদা, আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

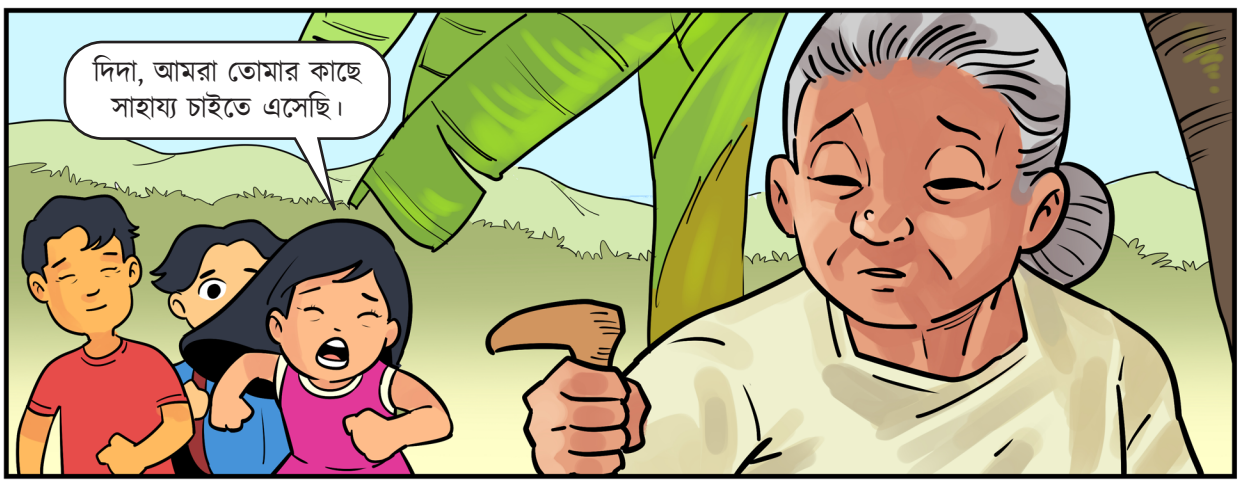

সবকিছু ব্যাখ্যা করল অং!
দিদা, আমাদের বলে দিন আমরা কী করবো?
তোমরা আমার সাথে আসো।

কৃষাণী ওদেরকে উনার ঘরে নিয়ে যান।
আমি গাছটাকে বাঁচাতে পারবো কি না, সেটা বলতে পারছি না। তবে...

এই বীজই হতে পারে সবকিছুর শুরু।

তিন বন্ধু কৃষাণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।
আসি, দিদা। কথা দিচ্ছি আমাদের গ্রামকে আবার আগের মতো করে দিবো। যাতে তুমি আবার ফিরে আসো।

অবশেষে তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে আসলো।

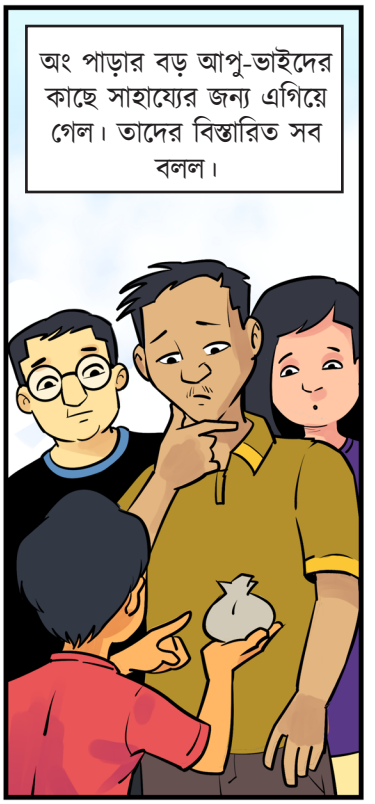
অং পাড়ার বড় আপু-ভাইদের কাছে সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল। তাদের বিস্তারিত সব বলল।

গ্রামবাসীরা, আমাদের সকলেরই উচিত এই গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখার। বছরের পর বছর আমরা এর ছায়ায় বসেছি, বিশ্রাম নিয়েছি, বৃষ্টি থেকে বেঁচেছি, রোদ থেকে আশ্রয় পেয়েছি।
এটা শুধু একটা গাছ না, এটা আমাদের স্মৃতি, আমাদের ইতিহাস, আর আমাদের জীবনের অংশ।
এই তিন ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। ওরা দেখিয়েছে, কীভাবে অন্য জায়গায় গাছ কেটে, পাহাড় ভেঙে, জলাশয় শুকিয়ে মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে।
আমরা সেই ভুল আবার করতে পারি না।
তাহলে আমাদের এখন সমাধান কী?
সমাধান নিয়ে এসেছে এ তিনজন।
আমাদের সকলের উচিত, দিদিমার দেওয়া বীজ মাটিতে পুঁতে গ্রামটাকে আবার প্রাণবন্ত করে তোলা।

আরে আরে! কী হচ্ছে এখানে?
আপনারা কি বুঝতে পারছেন না? এই জমি আমার রিসোর্টের জন্য নির্ধারিত। গাছ লাগানো বন্ধ করুন।
রিসোর্টটা এখানেই হবে, চাইলে পাশে দাঁড়াও, না চাইলে সরে যাও।
এ কেমন কথা! আপনার কথামতো আমাদের কাজ করতে হবে কেন?
আপনার বিলাসিতা আর লোভের জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ, এই গ্রামের প্রকৃতি আর শত বছরের গাছের জীবন ধ্বংস হতে দিতে পারি না।
উন্নয়ন চাই, কিন্তু সেটা পরিবেশ, প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে নয়। আমরা রুখে দাঁড়াবো।

তাই এই গাছ কেটে ফেলার আগেই আমাদের কণ্ঠে প্রতিবাদ আর হৃদয়ে আগুন জ্বলে উঠবে!

আরে আরে আরে! কী হচ্ছে এসব? তোমাদের টাকা চাই? দিচ্ছি। কত লাগবে বলো?

গ্রামের সবাই প্রশাসন কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করে ভূমিদস্যু ব্যবসায়ীর বিরোধিতা করে।
উপজেলা পরিষদ

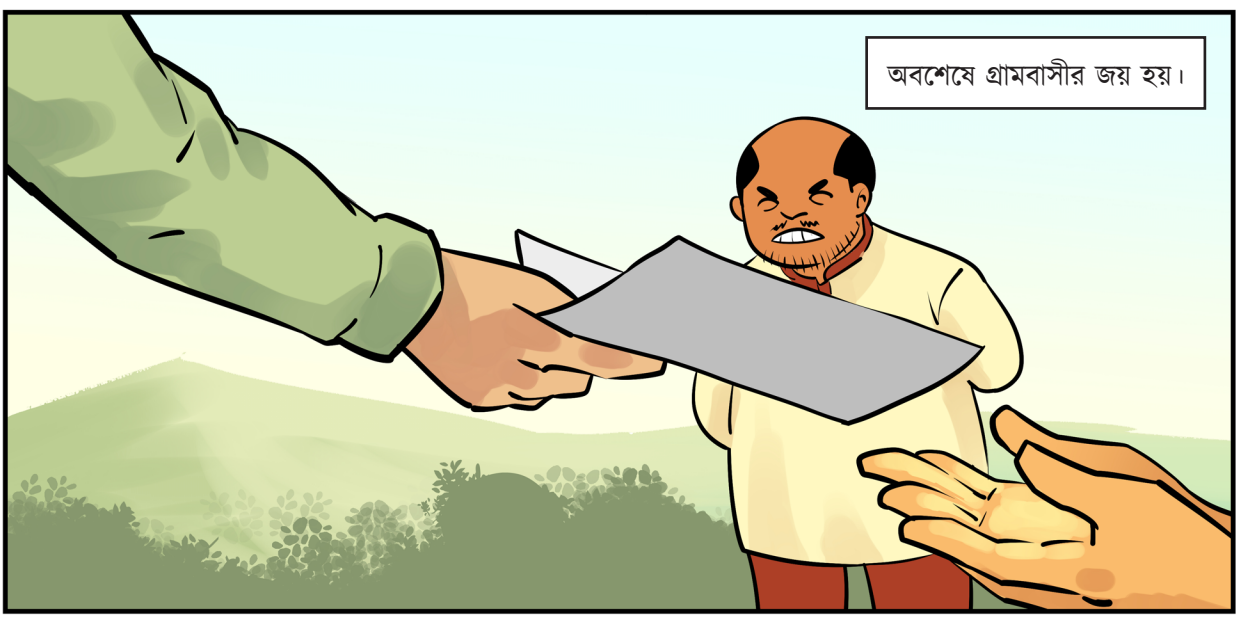
অবশেষে গ্রামবাসীর জয় হয়।

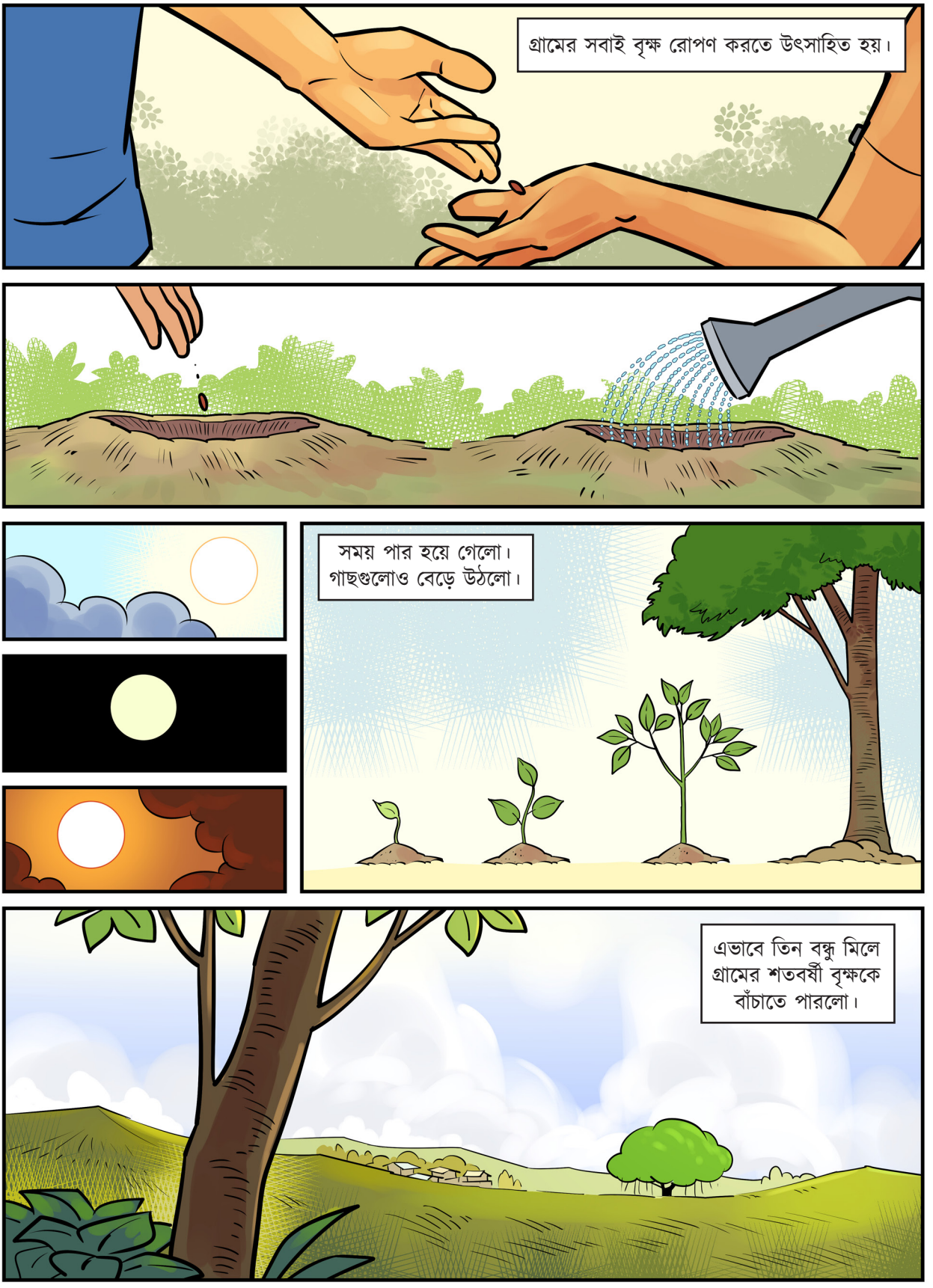
গ্রামের সবাই বৃক্ষ রোপণ করতে উৎসাহিত হয়।
সময় পার হয়ে গেলো।
গাছগুলোও বেড়ে উঠলো।
এভাবে তিন বন্ধু মিলে
গ্রামের শতবর্ষী বৃক্ষকে
বাঁচাতে পারলো।

লেখক ও গল্প: ড. বায়েস আহমেদ, *ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (UCL)*
আঁকা ও গল্প: সব্যসাচী চাকমা
পেন্সিল/ইলাস্ট্রেশন: সাফায়েত সাগর
সমন্বয়: মেহেদী হক, *ঢাকা কমিকস*

অর্থায়ন: দ্য রয়্যাল সোসাইটি, যুক্তরাজ্য *(CHL\R1\180288)*
প্রকাশের তারিখ: নভেম্বর ২০২৫
© Dr Bayes Ahmed, UCL

এই কমিকস বইটি বাংলাদেশের স্কুলগামী শিশু ও পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামগ্রিক পাহাড়ি পরিবেশের অবনতি, প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

এই কাজটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এখানে প্রকাশিত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে লেখকের নিজস্ব এবং কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা অর্থায়ন সংস্থার মতামতকে প্রতিফলিত করে না। প্রকাশক বা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু বা এর ব্যাখ্যার জন্য দায়ী নয়।

এই কমিকস বইটি সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ ও পাঠের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কোনো অংশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার, পুনর্মুদ্রণ বা বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

UCL
Department of Risk and Disaster Reduction
ঢাকা কমিক্স

ISBN 978-984-29200-8-0